দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 13 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

100

শিক্ষাঙ্গন

ল' কলেজের ছাত্রদের সমস্যা

শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বত্রই বৈষম্য রয়েছে। মূলতঃ আমরা বাস্তবমুখী তথ্য ও সার্বজনীন গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চাই, যে শিক্ষা জাতিকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তব ও গণমুখী নয়। যে দেশে শতকরা ৮০ জন লোকের ছেলেমেয়ের শিক্ষার নিশ্চয়তা নেই, যাদেরকে প্রায় অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয় সেই দেশেই রয়েছে রেসিডেনসিয়াল স্কুল-কলেজ, ক্যাডেট কলেজ— যেখানে সরকার প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বছরে লাখ লাখ টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য দিয়ে থাকেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইন অনুষদের শিক্ষকরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরীক্ষক হয়ে থাকেন, এমনকি যে শিক্ষক যে বিষয় পড়ান সেই শিক্ষক নিজেই উক্ত বিষয়ের সরাসরি পরীক্ষক হয়ে থাকেন। ঠিক তার পাশাপাশি আইন কলেজগুলোর শিক্ষকদের সরাসরি নিজ নিজ বিষয়ের পরীক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হতে দেওয়া হয় না। আইন কলেজগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোনবকম সরকারী অনুদান, ঘাটতি পূরণ বা কোনরকম সরকারী সহযোগিতা নেই। এ ধরনের বৈষম্য আইন কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই অতি দুর্ভাগ্যজনক। এহেন বৈমাত্রেওসুলভ মনোভাব আইন ছাত্রদের উপর থেকে উঠিয়ে দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য স্থানের মতো সরকারী অনুদানসহ সকল ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের হাত সমানভাবে প্রসারিত করা উচিত।

আইন ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নামক একটি কাউন্সিল নাজিল করা হয়েছে। যার অস্তিত্ব মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেখানে আইন ছাত্র-ছাত্রীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে এসে আইন পড়েন। সেই ছাত্র-ছাত্রীদের আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করতে হয়। তারপর আইন ব্যবসার মত স্বাধীন পেশায় তাঁরা সরাসরি নিয়োজিত হবে এটাই নিয়ম হওয়া উচিত। কিন্তু বার-কাউন্সিল আবার তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে কেন? এটা আদতে সম্পূর্ণ অবৈধ এবং আইন ছাত্র-ছাত্রীদের উপর একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। বার কাউন্সিল প্রতি ছ'মাস অন্তর নতুন নাম তালিকাভুক্তিকরণের জন্য এনরোল্ডমেন্ট পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৪৫০/- টাকা থেকে ৫০০/- টাকা পরীক্ষার ফি বাবদ এবং পরীক্ষায় পাস করলে পরে বিভিন্ন ফি বাবদ আরো প্রায় ১০০০/- টাকা গ্রহণ করে থাকে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতশ' থেকে বারো-তেরোশ' নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ মাত্র ১৫০/- টাকা থেকে ২০০/- টাকার বেশী নেয়া হয় না— সেখানে বার কাউন্সিল ৫০ নম্বরের লিখিত ও ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ফি বাবদ চার পাঁচশ' টাকা বাধ্যতামূলকভাবে নিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ের উপর স্নাতক ডিগ্রী গ্রহণের পর আবার বার কাউন্সিলের উপযাচক হয়ে পরীক্ষা গ্রহণ দ্বারা এটিই প্রতীয়মাণ হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রীকে বার কাউন্সিল অস্বীকার এবং অবমূল্যায়ন করছে। তাছাড়া এমন পদ্ধতির অস্তিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আইন ছাত্রদের উপর আরোপিত এহেন অযৌক্তিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও শোষণমূলক ব্যবস্থা পরিহার করে এ ব্যবস্থা থেকে দেশের আইন ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত করে যুক্তিসংগত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

এছাড়া স্বাধীন আইন ব্যবসার পেশায় নিয়োজিত নুতন এডভোকেটদের শিক্ষানবীস থাকাকালীন ভাতা বা বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে তাঁদের দুর্দশা কিছুটা লাঘব হবে। এছাড়া কল্যাণ ফাণ্ডে সরকারী সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। আইন শিক্ষা পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে কোন ছাত্র যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারেন না। একজন ছাত্র দেওয়ানী বিষয়ের উপর আইন ব্যবসার পেশায় নিয়োজিত হবেন কিন্তু সেই মোতাবেক পাঠ্যসূচী আমাদের নেই। বর্তমান পদ্ধতিতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিষয়ের উপর মোট ১৩০০ নম্বরের পরীক্ষায় পাস করতে হয়। ঠিক তেমনি যিনি সিভিল বা দেওয়ানী বিষয়ের উপর আইন ব্যবসার পেশায় নিয়োজিত হবেন, তাঁর জন্যও একই পদ্ধতিতে দেওয়ানী ও ফৌজদারীসহ আয়কর বিষয়াদির উপরে উভয় পর্বের পরীক্ষায় পাস করতে হয়। কোন বিষয়ই আলাদা ও বিস্তারিতভাবে নেই। তাই যে ছাত্র-ছাত্রী দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিষয়ের উপর আইন ব্যবসা করতে চান তাকে সে বিষয়ের উপর বাস্তবমুখী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এল, এল, এম, পড়ার জন্য অবাধ সুযোগের অভাব রয়েছে। বর্তমানে যে ব্যবস্থা রয়েছে তা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। বর্তমানে এল, এল, বি'তে ২য় বিভাগ এবং আরো কিছু শর্তপূরণ সাপেক্ষে এল, এল, এম, এ-তে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়। কিন্তু যারা এল, এল, বি. পাস করবে তাদের সবাইকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অধিকার দেয়া উচিত এবং তার মাধ্যমে বাছাই করে এল, এল, এম এ-তে ভর্তি করার পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে।

এদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি ল' রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখনো অনেক আইন প্রচলিত আছে যা বৃটিশ সরকার প্রবর্তন বা প্রণয়ন করে গিয়েছে তা সংশোধন হওয়া উচিত। আমরা মনে করি কেবল একটি ল' রিসার্চ সেন্টারের মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্যালোচনা করে তা দেশীয় প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে আইনকে সংশোধন করা যেতে পারে। তাই সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অনতিবিলম্বেই এদেশে জাতীয়ভাবে একটি ল' রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

এদেশের আইন কলেজগুলোর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারী অনুদানের প্রয়োজন। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের উপর কোনরকম টিকে আছে আইন কলেজগুলো। সরকারী কোন অনুদানের ব্যবস্থা নেই বলেই কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের হার অত্যন্ত বেশী হারে ধার্য করেন। যার বোঝা বহন করে অনেক গরীব ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে আইন কলেজে অধ্যয়ন সম্ভব হয় না। তাই সরকারী অনুদান পেলে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝা অনেকাংশে কমে আসবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের এল, এল, বি, সম্মানসহ এল, এল, এম, পড়ার অবাধ সুযোগ যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নেই তাই ল' কলেজগুলোর মধ্যেও এল, এল, বি, সম্মান ও এল, এল, এম, পড়ার সুযোগ থাকা উচিত। অনেক ল' কলেজে সম্মান ও এল, এল, এম, পড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক এবং পরিবেশ রয়েছে। অনেক আইন কলেজের শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষকতা করছেন। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩৬টি আইন কলেজে ৫০ হাজারেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। অতএব, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উল্লেখিত সমস্যাসমূহের দ্রুত নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

—মোঃ আলী আকবর [illegible]